ডক্টর অফ ফিলোসফি (পিএইচ.ডি) উপাধির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ঃ ঐতিহ্য ও অনুশীলনের ইতিহাস

গবেষক
সৌগত বাগচী
পঞ্জীয়ন ক্রম ঃ পিএইচ.ডি/২২৮৫/১৩

তারিখ - ০৯.০৯.১৩

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা অধ্যয়ণ অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর - ৭৮৮০১১, ভারত ২০১৬

ভূমিকা

যে কোনো জাতির ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কারণ— 'CULTURE IS THE MAN-MADE PART OF THE ENVIRONMENT' (মলভিল জে হারস্কোভিষ্টস)। বাঙালির ইতিহাস চর্চায় গৌড়বঙ্গের লোকসংস্কৃতি এমন একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায়, যেখানে বাঙালির ঐতিহ্য ও ইতিহাস রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে।

পূর্বে 'গৌড়বঙ্গ' বললে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-ত্রিপুরা এবং আসামের সমগ্র অঞ্চল কে বোঝাত। বর্তমান 'গৌড়বঙ্গ' পশ্চিমবাংলার একটি বিশেষ ভূখন্ডের নাম। মূলত 'মালদা', 'উত্তর দিনাজপুর' এবং 'দক্ষিণ দিনাজপুর'— এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়'ও। বৌদ্ধ আমলে প্রতিষ্ঠিত, জগৎ বিখ্যাত 'জগৎদ্দলা বিশ্ববিদ্যালয়' ও এক সময় গৌড় ভূমির লোকসংস্কৃতি যে যথেষ্ট পুরোনো তা মোটেও বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বিশেষ করে মালদা জেলার গম্ভীরা-গান আজ জগৎ বিখ্যাত হলেও, তাকে নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজকর্মের এখনও যথেষ্ঠ স্থান রয়ে গেছে। এবং এই জেলার 'আলকাপ-গান' ও 'ডোমনি-গান' এখনও নিম্নবর্গের ঐতিহ্যগত লোক-সংস্কৃতিকেই বহন করে চলেছে। 'গম্ভীরা'র মত এর প্রাচীন গৌরব না থাকলেও এখনও যথেষ্ঠ প্রভাব ও প্রতিপত্তি এই দুটি লোকনাট্যের আছে।

উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুরের 'খন'-গানের ঐতিহ্য ও যথেষ্ঠ প্রাচীন, গম্ভীরার প্রায় সামসাময়িক। এই দুই জেলাতে গম্ভীরা ও ডোমনি গানের ও আংশিক প্রভাব রয়েছে।

একমাত্র 'আলকাপ' ছাড়া অন্য তিনটির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো CULTকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। (গম্ভীরা এবং ডোমনি— শৈব cult এবং খন— নবান্ন উৎসব কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে)। আর, আলকাপ একটি ভিন্ন প্রকৃতির মিশ্র লোকসংস্কৃতি। গম্ভীরা-খন-ডোমনির মত বৃহৎ লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি একেবারে স্থানীয় স্তরের লোকসংস্কৃতিকে তাৎক্ষণিক ভাবে কাজে লাগিয়ে তৈরি এক মিশ্র সংস্কৃতির নাম "আলকাপ"। ফলে আলকাপ গানে হিন্দু-মুসলিম দুই ধরনের সংস্কৃতিকেই যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপ গানও আসলে এক-প্রকার লোকনাট্য।

আমরা জানি, গৌড়বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ এবং যার মূল বাসিন্দা প্রকৃতপক্ষে বাঙালী। ফলে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে এই প্রাচীন জনপদ কেন্দ্রিক লোক-সংস্কৃতি যে যথেষ্ঠ ঐতিহ্য এবং ইতিহাস বহন করে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

প্রথম অধ্যায়

গৌড়বঙ্গের ইতিহাস

গৌড়বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস যথেষ্ট পুরনো। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদেরাই মনে করেন পৌণ্ড্রবর্ধন-এর সভ্যতা হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার সমসাময়িক। পুরকালের পৌণ্ড্রবর্ধন ষষ্টশতাব্দির শুরুতেই কেন্দ্রিয় শক্তির দূর্বতায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গৌড়রাষ্ট্র বলে আত্মপ্রকাশ করে শশাঙ্কের নেতৃত্বে। এই সময় থেকেই গোটা ভারত সহ অন্যান্য দেশের কাছেও গৌড় অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে বলে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। দেশের সমৃদ্ধি ও সৈন্যবল অন্য যেকোন রাষ্ট্রের সমীহ আদায় করে নেয়।

শশাঙ্কের আকস্মিক মৃত্যুতে গৌড়রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তা চলে প্রায় একশ বছর ধরে। ইতিহাস তাত্ত্বিকেরা এই সময়কে মাৎস্যনেয় বলে অবিহিত করেন। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং বর্হিশত্রুর উৎপীড়নের ফলে তৎকালীন বরেন্দ্রভূমির অবিসম্পাদিত যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ‘বপ্যট’ এর ছেলে গোপালকে সাধারণ জনগন গৌড়ের রাজা নির্বাচিত করেন।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেই তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তাঁর সাম্রাজ্য গৌড়তে অতিক্রম করে কন্যাকুব্জ, মিথিলা, কৌশম্বী সহ উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ফলে ঐ সাম্রাজ্যগুলিও গৌড়ের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় এক সঙ্গে ‘পঞ্চগৌড়’ নামকরণ হয়। তাছাড়া বিভিন্ন পুরান এবং প্রাচীন গ্রন্থে গৌড় ও গৌড়বঙ্গ সম্পর্কে বিশদে জানা যায়।

পাল আমলের দীর্ঘ শাসনের পর তাঁদের পারিবারিক দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্র শক্তি ভেঙ্গে পড়লে পালেদের অধীনস্তা রাজা সামন্ত সেন গৌড়বঙ্গের ক্ষমতা দখল করে। তত্পুত্র হেমন্ত সেন কিছুকাল রাজত্ব করার পর বিজয় সেন গৌড়ের সিংহাসনে বসেন।

সেন বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্র। ইনি সর্ববিদ্যা বিশারদ ছিলেন বলেই মনে করা হয়। তাঁর লেখা ‘অদ্ভুদ সাগর’ ও ‘দানসাগর’ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ। ১১১৯ থেকে ১১৬৯ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব পরিচালনা করেন। এরপর বৃদ্ধ বয়সে যোগ্যপুত্র লক্ষ্মন সেনের হাতে রাজ্য অর্পণ করেন।

লক্ষ্মন সেন এর জন্ম স্মরণীয় করে রাখার জন্য বল্লাল সেন ‘লসং’ অব্দের সূচনা করেন। লক্ষ্মন সেনের রাজত্বকালেই গৌড়ের রাজসভার খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মন সেনের রাজসভায় সেই সময়ের ভারত বিখ্যাত পন্ডিতেরা ছিলেন এবং নানান গ্রন্থ ও শাস্ত্র রচনা করেন।

লক্ষ্মনসেনের রাজসভার পণ্ডিতদের একসঙ্গে বলা হত 'নবরত্ন'। এই নবরত্নরা হলেন রাজসভার নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত যারা বিভিন্ন বিদ্যায় বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা হলেন— হলায়ুধ, শূলপাণি, নারায়ণ দত্ত, জয়দেব, শরণ, গোবধনাচায্য, উমাপতি ধর, ধোয়ী এবং কালিদাস।

লক্ষ্মণ সেন প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন (১১৬৯-১২০৬)। এরপর দিল্লীর সম্রাটের অন্যতম প্রধান সেনাপতি বক্তিয়ার খলজির অতকিত আক্রমণে সেন সাম্রাজ্যের পতন হয়। এই সময় থেকেই গৌড়বঙ্গ আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ হয়। দিল্লীর সিংহাসনে তখন কুতবদ্দিন আইবক।

বক্তিয়ার খলজি কুতুবদ্দিনের নামে খোতবাপাঠ ও সিক্কার প্রচলন করে প্রভু বলে স্বীকার করে নেন। সেনদের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী লক্ষ্মাবতীকে তিনি গৌড়ের রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করলে আলিমদান কর্তৃক তিনি নিহত হন। এরপর কদর খানের শাসনকাল ১৩২৫-১৩৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গ দিল্লীর শাসকের অধীন ছিল। এই সময়ে স্থানীয় সুলতানরাই স্বাধীনভাবে গৌড়বঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এরপর ১৭৫৭ পর্যন্ত খনো দিল্লীর দরবারের প্রতিনিধি পাঠিয়ে অথবা রাজপুত্রদের গৌড়বঙ্গে পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে বাংলার রাজকার্য পরিচালনা করা হত। রাজধানী এই সময়পর্বে কখনো ঢাকা, কখনো মুর্শিদাবাদ আবার কখনো রাজমহল বা গৌড়-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল শাসনকার্য পরিচালনার জন্য। ১৭৫৭ পরবর্তী সময় থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছর বঙ্গ বা গৌড়বঙ্গ ইংরেজ শাসনাধীন ছিল। বাংলার শেষ স্বাধীন সম্রাট সিরাজ দৌলার রাজত্ব কালে গৌড়বঙ্গের পরিধি ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা। কখনো কখনো আসাম-ত্রিপুরাও গৌবঙ্গের অন্তরভূক্তিতে দেখতে পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে গৌড়বঙ্গ আমাদের নানাভাবে সমৃদ্ধ করে।

তবে গৌড়বঙ্গ বলতে এখন তার পরিধি খবুই ক্ষুদ্র পরিসরে সীমায়িত হয়েছে। বর্তমানে মালদা, উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি ছোট জেলা নিয়ে ২০০৭ সালে গঠিত হয়েছে গৌড়বগ বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের গবেষণার মূল বিষয় এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোকসংগীত (গম্ভীরা, খন, আলকাপ, ডোমনি)। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তা লক্ষ্য ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গম্ভীরা ঃ অতীত-বর্তমান

এই অধ্যায় আমরা গম্ভীরা সম্পর্কে বিশেষ ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি। গম্ভীরার সংজ্ঞা, অর্থ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত প্রভৃতি আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। প্রাচীনকালের গম্ভীরা কেন ছিল, তার রূপ কেমন, মূল আচার কেন্দ্রিক গম্ভীরার বিস্তারিত ব্যাখা আমরা এই অধ্যায় তুলে ধরেছি। তুলে ধরেছি গম্ভীরা গান প্রাথমিক পর্যায়ে

বোলবাই বা বলভাই নামে পরিচিত ছিল তাও। মূল গম্ভীরা অনুষ্ঠান থেকে কীভাবে গম্ভীরাগান রূপায়িত হল এবং তার বর্তমান অবস্থা কেমন এমন সব কিছু তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়।

গম্ভীরাগানের বৈশিষ্ট্য আয়োজক-দর্শক এবং আঙ্গিকগত পরিবর্তনের জন্য কী কি কারন আছে তাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। গম্ভীরার অঞ্চল, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্তমানে কতগুলি দল বর্তমান তাও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরকম আরও অনেক বিষয় বিজ্ঞান সম্মত এবং নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
খনগান ঃ লোকসঙ্গীতের দর্পণে

এই অধ্যায়েও আমরা গম্ভীরাগানের মত তার নামকরনের কারন, অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতসহ খনগানের পুরনো ফর্ম এবং বর্তমানেত্রতার অবস্থা কেমন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। খনগানের সাধারণ পরিচয় দেওয়ারা সাথে সাথে বর্তমানে কতগুলি দল সক্রিয়, তাদের আয়োজক দর্শক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি। এছাড়া পরিবর্তনের নানা কারনসহ তার বৈশিষ্ট্য শিল্পীদের আর্থসামাজিক চিত্র, তার অঞ্চল গবেষকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা।

সঙ্গে সাধারণ শিল্পী থেকে দলপ্রধান সকলেরই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে রেকর্ড আবার কখনো স্থির চিত্রের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছি।

চতুর্থ অধ্যায়
আলকাপঃ গঠনগত সৌন্দর্য

গম্ভীরা, খনগানের মত আলকাপ গানেও আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তার সাধারণ পরিচয়, নামকরণের তাৎপর্য, গোত্রবিচার এবং আলকাপের নানাপ পর্ব বিভাগের বিশেষভাবে আলোচনা আমরা বিস্তারিত ভাবে করে দেখিয়েছি। আলকাপের আঙ্গিকগত ব্যাপ পরিবর্তনের নানান কারন আমরা বিজ্ঞান সম্মতভাবে উপস্থাপন করেছি। আলকাপগানে মহিলাদের বিপুল অর্ন্তভুক্তির কারন এবং আয়োজক দর্শক সবকিছুরই বৃহৎ পরিসরে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থির ছবি এবং অঞ্চল ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ডোমনিঃ গৌড়বঙ্গের গৌণ লোকসংস্কৃতি

পূর্বের অধ্যায়গুলির মত এই অধ্যায়েও একইভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ডোমনি কথার অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামতসহ প্রাচীন ও নবীন শিল্পীসহ শ্রোতাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছি। ডোমনি গানের বিভিন্ন পর্ব, বিভাগ ও অন্যগানের প্রভাব কতখানি পড়েছে তাও আমরা দেখিয়েছি এই অধ্যায়ে।

বর্তমান ডোমনি গানের আঙ্গিক কেমন করে তাদের শিল্পীদের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ পৃষ্ঠপোষকতার অভাব কতখানি তাও আমরা দেখিয়েছি।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা দেখিয়েছি গৌড়বঙ্গের নির্বাচিত লোক সঙ্গীত-গম্ভীরা, খন, আলকাপ ও ডোমনি কিভাবে তার আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে নানান রাকম প্রতিবন্ধকতার সাথে মোকাবেলা করে। অদূর ভবিষ্যতে তার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে হয়ত আরও নানা রকম আঙ্গিকগত পরিবর্তন ঘটাতে হতে পারে। তবু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের নির্বাচিত লোকসঙ্গীত ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে তার যুগউপযোগী চাহিদাকে মিটিয়ে।

আমাদের আলোচ্য লোকসঙ্গীতগুলি আসলে লোকনাট্যও বটে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আচার্য নন্দ দুলাল, রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.বঙ্গ সরকার - ২০০৩

২. আহমদ ওআকিল, বাংলা লোকসঙ্গীতের ধারা - ২, গতিধারা, বাংলাদেশ - ২০১১

৩. আহমেদ কেয়ামুদ্দিন, অল-বিরুনী রচিত ভারত, ন্যাশনাল বুকত্রাস্ত, দিল্লী - ১৯৯৬

৪. ইলিয়াস মহবুব, নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১৯৯৫

৫. ইসলাম এস.এম. রফিকুল, প্রাচীন বাংলার সামাত্তিক ইতিহাস - সেনযুগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ - ২০০১

৬. ইসলাম শেখ মকবুল, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান ক্ষুদ্র তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - কোল - ২০১১

৭. ঐ, লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান - শিঁকড়ের সন্ধানে, ঐ, - ২০১০

৮. খাতুন শাহিদা, একুশের প্রবন্ধ ফোকলোর, বাংলা একডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ - ২০০৭

৯. খান আবিদ আলি, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি, সোপান পাবলিশার, কোল - ২০১১

১০. খান মনিলাল, বাংলা ও বাঙালির অকথিত ইতিহাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোল - ২০১২

১১. খান শমসুজ্জামান, বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমালা, - চাপাই নবাবগঞ্জ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ২০১৪

১২. গোস্বামী অতসী নন্দ, আলকাপ, এবং মুশায়েরা, কোল - ২০১১

১৩. ঘোষ প্রদ্যোত, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পুস্তকবিপনি, কোল - ২০০৩

১৪. ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি - ১, ২, ৩, প্রকাশভবন, কোল - ২০০৯

১৫. ঘোষ বিনয়, শিল্প সংস্কৃতি ও সমাত, অরুণা প্রকাশনী, কোল - ১৯৯৭

১৬. ঘোষ বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাততত্ত্ব, প্রকাশভবন, কোল - ১৪১৯

১৭. ঘোষ শৌরীন্দ্র কুমার, বাঙালি ত্মতি পরিচয়, সাহিত্য লোক, কোল - ২০০৬

১৮. চক্রবর্তী বরুণ কুমার, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, পুস্তক বিপনি; কোল - ২০১০

১৯. ঐ,লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ, অক্ষর প্রকাশনি, কোল - ২০১৩

২০. চক্রবর্তী নিশীথ, বৈদিক লোকসংস্কৃতি, এবং মুশায়েরা, কোল - ২০১০

২১. চক্রবর্তী রতনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, দেত পাবলিশিং, কোল - ২০০৯

২২. চন্দ রমা প্রসাদ, গৌড় রাত্মালা, ঐ, কোল - ২০০৫

২৩. চন্দ সুনীল, দিনাত্পুর কথা, প্রগতি লাইব্রেরি, কোল - ২০১২

২৪. চট্টোপাধ্যায় রূপশ্রী, গৌড়ের ঐতিহাসিক ভূগোল, ফর্মা কে.এল.এম. প্রাইভেত লিমিতেড, কোল - ১৯৯৯

২৫. চৌধুরী আর্য্য, উত্তরবঙ্গের মাতি মানুষের গান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ২০০৮

২৬. চৌধুরী ননী মাধব, ভারতবর্ষের প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের অধিবাসীর পরিচয়, সাহিত্য লোক,কোল - ২০০৬

২৭. চৌধুরী সুবোধ, ডোমনি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ১৯৯৯

২৮. ঝা শক্তিনাথ, আলকাপ, ঐ- ২০১০

২৯. ঐ, ঝাকসু, ঐ - ২০১০

৩০. ড. ইসলাম মযহারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন, অবসর, ঢাকা - ২০১২

৩১. ড. এম.এ. রহিম, বাংলার সামাত্তিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী - ২০১২

৩২. ড. ঘোষ রাধাগোবিন্দ, মালদহের লোকসংস্কৃতি, রাধাগোবিন্দ ঘোষ, মালদা - ২০০৭

৩৩. ড. চক্রবর্তী বরুণ কুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্ণা বুকস ডিস্ত্রিবিউতর, কোল - ২০১২

৩৪. ঐ, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, পুস্তকবিপনি, কোল - ২০০৩

৩৫. ড. চৌধুরী দুলাল, লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কোল - ১৯৯৮

৩৬. ড. দাশ নির্মল কুমার, চর্যাগীতি পরিক্রমা, দেত পাবলিশিং, কোল - ২০০৫

৩৭. ড. বালা শচীন্দ্রনাথ, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ তেলা, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কোল - ২০১৩

৩৮. ড. ভট্টাচার্য বিনয় তোষ, বৌদ্ধদের দেবদেবী, চিরায়ত প্রকাশনি, কোল - ২০০৯

৩৯. তরফদার মমতাতুর, হোসেন শাহী আমলে বাংলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, - ২০০১
৪০. দাশগুপ্ত প্রেমময়, অলবেরুণীর দেখা ভারত, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেত লিমিতেড, কোল - ১৯৯৯
৪১. দাশ যোগেশ, আসামের লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ত্রাস্ত, দিল্লী - ১৯৮৩
৪২. দাস কল্যান কুমার, মধ্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, শিল্পনগরী প্রকাশনি, বহরমপুর, - ২০১১
৪৩. দাস শচীকান্ত, গম্ভীরার অতীত ও বর্তমান, বইওয়ালা, কোল - ২০০৫
৪৪. দাস সুধীর রঞ্জন, কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, পশ্চিমবঙ্গ রাত্ত পুস্তক পর্ষৎ, কোল - ১৯৯২
৪৫. পালিত দেবশ্রী, ডোমনী গান ক্ষ্ম সীমান্তে ও সীমান্ত পেরিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোল - ২০১২
৪৬. ঐ, মালদা ত্তেলার ডোমনি গান ক্ষ্ম সাম্প্রতিক সমীক্ষা, ঐ - ২০১২
৪৭. পালিত হরিদাস, আদ্যের গম্ভীরা, বরেন্দ্রসাহিত্য পরিষদ, মালদা - ১৪১০
৪৮. প্রামানিক শ্যামল কুমার, পুড্রদেশ ও ত্তাতির ইতিহাস, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেত লিমিতেড, কোল - ২০১০
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায় রাখাল দাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, দেত পাবলিশিং, কোল - ২০১২
৫০. বর্ধন মনি, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ২০০৪
৫১. বসু নৃপেন্দ্র নাথ, বঙ্গের ত্তাতীয় ইতিহাস সমগ্র, দেত পাবলিশিং কোল - ২০০৪, ২০০৮, ২০১০
৫২. বসুনীয়া নারায়ণ চন্দ্র, লোকসংস্কৃতির অঙ্গন, কল্যানী পাবলিকেশন, মালদা, - ২০১২
৫৩. বিশ্বাস রতন, উত্তরবঙ্গের লোকগান, বইওয়ালা, কোল, - ১৪১৬
৫৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ত্রাস্ত, দিল্লী - ২০১২
৫৫. ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল, - ১৯৯৯
৫৬. মিত্র সনৎকুমার, বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কোল - ২০০১
৫৭. ঐ, লোকসংস্কৃতি চর্চার মেথডলত্তি, ঐ, কোল, - ২০০৭
৫৮. মুখোপাধ্যায় সুভাষ, বাঙালির ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কোল - ১৯৯৯
৫৯. রহমান এস.এম.লুৎফর, বাংলা লিপির উৎস ও বিকাশের অত্তনা ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫
৬০. রায় চৌধুরী মানস, লোকত্তীবন মনস্তত্ত্ব শিল্পসৃষ্টি, বাংলা একাদেমি, কোল, - ২০০১
৬১. রায় ধনঞ্জয়, খন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ২০০৯
৬২. ঐ, ত্তনা অত্তনার দিনাত্তপুর, বুক কর্ণার, মালদা - ১৯৯৭
৬৩. রায় পুষ্পত্তিৎ, গম্ভীরা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ২০০৯
৬৪. ঐ, মালদহ ত্তেলার লৌকিক ছড়া ও সঙ্গীত, ঐ, ২০১২
৬৫. ঐ, মালদহ ত্তেলার লোকসংস্কৃতি, সুবনসিরি, মালদা - ২০০৮
৬৬. রায় সুনীল-কুমার, বঙ্গ ত্তন সভ্যতা ক্ষ্ম নমত্তাতির আত্মপরিচয়, ত্তনমন পাবলিকেশন, বসিরহাত, - ২০১০
৬৭ ক. শ্রীমৎ তারক সরকার, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত, মতুয়া মহাসঙ্গ, ওড়াকান্দি, বাংলাদেশ
৬৭. শ্রীমৎ পাগল বিচরণ, শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্রসুধা, প্রমোদিনী বিশ্বাস, উত্তর ২৪ পরগনা - ১৪১৯
৬৮. ঐ, শ্রী শ্রী হরিলীলা রসামৃত, ঐ, ২০১১
৬৯. সরকার সুধাংশু কুমার, উত্তরবঙ্গে নমক্ষ্মশুদ্র সমাত ও সংস্কৃতি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি পাবলিশিং, শিলিগুড়ি - ২০১৩
৭০. সিংহ পুলকেন্দু, মধ্যবঙ্গীয় লোকসঙ্গীত, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর - ২০১২
৭১. সেন দীনেশ চন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ - সমগ্র, দেত পাবলিশিং, কোল - ২০০৬
৭২. সেন সৌমেন, লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব তিজ্ঞাসা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোল - ২০০৩
৭৩. সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তকবিপনি, কোল - ২০১০
৭৪. ঐ, পূত্তপার্বনের উৎস কথা, পুস্তকবিপনি, কোল - ২০০১
৭৫. হক কাত্তি রফিকুল, বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দ্দু শব্দের অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ২০০৭
৭৬. হাবিব ইরফান, মধ্যযুগের ভারত, ন্যাশনাল বুকত্রাস্ত, দিল্লী - ২০১০
৭৭. হালদার নরোত্তম, গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র, উত্তর ২৪ পরগনা - ২০০০